গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার এপ্রিল, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৬ এপ্রিল ২০২৩
সভার সময়	বেলা ১২.৩০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট -“ক”

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভাপতি উপস্থিত সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এবং নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১) মার্চ, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় মার্চ, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে** **(খ) মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত**	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, নির্দেশনাটির আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসে তার গৃহীত কার্যক্রমের নিম্নরূপ তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন : **(১) অভিযান সংক্রান্ত** : বিবেচ্য মাসসহ বিগত তিন মাসের অভিযানের তথ্য- মাসের নাম | অভিযান সংখ্যা | আসামির সংখ্যা	(১)মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থা অর্থাৎ সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রত্যেক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে

<table>
<tr>
<td></td>
<td>করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Modernization of DNC” প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>ডিএনসি একক</td><td>একাধিক সংস্থা</td><td></td></tr>
<tr><td>মার্চ</td><td>৮৭৮৮</td><td>০</td><td>২৪৭৯</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>৮৬৭১</td><td>০</td><td>২৫৩৪</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি</td><td>৯১০৮</td><td>০</td><td>-</td></tr>
</table>

২) দেশকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার জন্য সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত খসড়া কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Draft Action Plan) তৈরি করা হয়েছে। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৬৭টি উপজেলায় কর্মশালা আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট উপজেলাগুলোতে অনুরুপ কর্মশালা আয়োজন করা হবে। এ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি বিভাগে গড়ে প্রায় ৪০০ জন করে ৮টি বিভাগে ৩২০০ জন, প্রতিটি জেলায় গড়ে প্রায় ২০০ জন করে ৬৪টি জেলায় ১২,৮০০ জন এবং প্রতিটি উপজেলায় গড়ে প্রায় ১৫০ জন করে ৪৬৭টি উপজেলায় ৭০,০৫০ জন লোককে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

মার্চ ২০২৩ এ ১৫টি সভা/সেমিনার; ১২২টিশ্রেনি বক্তৃতা/আলোচনা সভা; ২টি কারাগারের কারাবন্দিদের নিয়ে আলোচনা সভা; ১১টি স্থানেফিলার প্রচার; ৬টি প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধীবিজ্ঞাপন প্রচার এবং ২টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী টিভি স্ক্রল প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ৬৬২টি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত পোস্টার, ২৩৭১০টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট, ১১৮০টি মাদকবিরোধী স্টিকার, ২৮৯টি মাদকবিরোধী ফেস্টুন, ৩৩৮০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ৪০০টি মাস্ক, মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত কলম ৬২০টি বিতরণ করা হয়েছে এবং এরূপকার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০২.০৬.২০২২ তারিখে বুয়েট-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বুয়েট কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।</td>
<td>হবে।

(২)মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩)মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০২.০৬.২০২২ তারিখে বুয়েট-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও অদ্যাবদি ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-২</td>
<td>মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।

(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)</td>
<td>১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি আগামী ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।

৩) ৭টি বিভাগীয় শহরে২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রত্যেক বিভাগ থেকে ১০ একর জমি পাওয়া যায় এবং জমির ডিজিটাল সার্ভে বিবেচনায় নিয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

৪) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫) মার্চ, ২০২৩ এ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের বিবরণ :

<table>
<tr><th>মোট বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>বিবেচ্যমাসে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>৩৫৬টি</td><td>৮৭টি</td><td>---</td></tr>
</table>
</td>
<td>(১)কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

(২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

(৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে।

(৪)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে সংশোধিত মাস্টারপ্ল্যান এবং ফিনিশ সিডিউল পাওয়া গেছে। যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত ও প্রতিস্বাক্ষর করা হবে।	১)দ্রুত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্তপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৪	**সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন যে, নির্দেশনাটির বাস্তবায়ন চলমান প্রকৃতির। নির্দেশনা অনুসরণ করে মাদকদ্রব্য পাচার বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।	১)সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৫	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সভায় এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	১)এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী মাস হতে নিয়মিত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৬	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ১৫.০৯.২০২২ তারিখে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ এবিউজ কন্ট্রোল এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৫ম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১)ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরূপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	সভায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ০৬.০২.২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১)গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করে পিইসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। (তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । ১) সভাকে আরো জানানো হয়, দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প : দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৬.০৪.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৯.১২.২০২০ তারিখের নির্দেশনামতে ২টি নৌ-ফায়ার স্টেশন এবং তিনটি স্থলবন্দরসহ মোট ৫টি ফায়ার স্টেশনঅন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মে, ২০২৩ এর মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। **২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প** : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৩.১০.২০২১ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০টিফায়ার স্টেশন (ফায়ার স্টেশনবিহীন উপজেলা) এ প্রকল্প থেকে স্থানান্তর করে প্রস্তাবিত 'দেশের গুরত্বপূর্ণ স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে মে, ২০২৩ এর মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। **৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প** : ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৬-০৪-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত

		গণপূর্ত বিভাগের পূর্তকাজের রেট সিডিউল পরিবর্তনসহ নতুন ২টি ফায়ার স্টেশন (আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল-নারায়ণগঞ্জ ও যশোদল-কিশোরগঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প** : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি (সমাপ্তকৃত ১৫৬ (সংশোধিত ১৪৩) প্রকল্প ও ২৫ (সংশোধিত ৪৬) প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ১১টি) গত ০৩-০২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে পুনঃপ্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। চাহিদার আলোকেনতুন ১৪টি এবং জরাজীর্ণ ৭টিসহ সর্বমোট (৩১+২১)=৫২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আরও ২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৫৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২৭.০৩.২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিপিপি ০৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ৩০.০৮.২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)এ প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) নির্দেশনার আলোকে ফায়ার ম্যান পদের নাম ফায়ার ফাইটার হিসাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২)উপসহকারী পরিচালকের পদ ৯ম গ্রেডে উন্নীতকরণে প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৫.০১.২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে চলমান কার্যক্রমে বিভিন্ন পদের পদ সোপান এবং বেতন গ্রেডের অসামাঞ্জস্যতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের অগ্নি অনুবিভাগের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা পর্যায়ের পদসমূহ আপগ্রেড করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (তারিখ-২০.০১.২০ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে ১২-০৭-২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২৫-০৭-২০২১ তারিখে ডিপিপিতে স্পেসিফিকেশন সংযোজন করে পুনরায় প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অংশের কাজ সম্পন্ন করে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২৪-০৩-২০২২ তারিখেগণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তির কারণে এ অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।	১)দ্রুত ডিপিপি চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা:**	সভায় মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি সভাকে জানান, ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার আলোকে বিগত নয় বছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা:**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর প্রতিনিধি জানান যে বন্যা/দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় উদ্ধারকাজ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের জন্য ৬×৬৪=৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদের স্থলে প্রতিটি বিভাগে ৪টি করে ৮টি বিভাগে ৪×৮=৩২টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। অবশিষ্ট ২২৪টি পদ সৃজনের জন্য ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করলে ১৯ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অসম্মতি জ্ঞাপন করে প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যকীয় স্থানে বিদ্যমান (৪৯+৩২)= ৮১ জনবলকে পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানায়। ৮টি বিভাগের প্রতিটিতে ৪টি ৩২টি নবসৃজিত ডুবুরি পদে জনবল নিয়োগ ও তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে।–ফায়ার সার্ভিস ও সিভির ডিফেন্স অধিদপ্তরে ৭৮ জন ডুবুরি কর্মরত আছে। অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা বাংলাদেশ জুন, ২০১৫-কে ভিত্তি বিবেচনা করে প্রস্তুতকৃত ম্যাপিং ও অগ্রগণ্যতার তালিকা প্রস্তুত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ৩১টি জেলায় ১২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	১)ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন সে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকার ম্যাপিং মোতাবেক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পুনরায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি পদ সৃজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-১	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিশ্রুতিটি আংশিক বাস্তবায়িত। তিনি বলেন, বর্তমানে অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৮.০৬.২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ০.৪১ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর নিকট ন্যাস্তকৃত টাকা থেকে সমন্বয় করা হবে। চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন বিষয়টি প্রস্তাবিত ৫৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে গত ২৭.০৩.২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	১)খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজের দানকৃত জমির পাশে ০.৪১ একর জমির অধিগ্রহণ দুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-২	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি কর্তৃক সভাকে জানানো হয় যে, কুড়িগ্রাম জেলার ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতার কারণে ভুরুংগামারী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়নি। ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রস্তাবিত ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	১)জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসন করে অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে, এ জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে নিয়মিত দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রতিশ্রতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯ -স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, জানুয়ারি, ২০১৯ এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ৪০,৬৬৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও কক্সবাজার কারাগারে নতুন ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারাগারসমূহের বন্দি ধারণক্ষমতা ১৯৬২ জন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪২,৬২৬ জনে উন্নীত হয়েছে। কারাগারের ধারণক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও জামালপুর কারাগার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। খ) জামালপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী কারাগারের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ	১) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

		গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালপুর কারাগারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭.৫০%, কুমিল্লা ২৬% এবং নরসিংদী ৪৭%। গ) বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তর হতে০৫.০১.২০২২ তারিখে ১৪ (চৌদ্দ) জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঘ) বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ৩০ জুন ২০২৫(প্রস্তাবিত)। এ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%। ঙ) বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৮৬%।	সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন, কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য **'অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন'** শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখা হয়েছে। **বর্তমানে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।**	১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স-এর সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৯.০৪.২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাহিদামালা চূড়ান্ত করে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (তারিখ : ২০.০১.২০১৯, স্থান- সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	সভাকে জানানো হয়, বিবেচ্য মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে ৯০ জন ডাক্তার সংযুক্তিতে সংশ্লিষ্ট কারাগারে পদায়ন করা হয়। এর মধ্যে ৭৩ জন ডাক্তার ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১) কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। (তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫ স্থান : রমনা ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২৩১৯টি মামলায় ২২৩৮ জন মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি আছেন। এছাড়া, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২১৬ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার পরিসংখ্যান প্রতিমাসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরে কতটি আপিল মামলা ছিল এবং কতটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	কারা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি সভাকে জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করার পর বিদ্যমান স্থানে প্রস্তাবিত মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২য় সভায় উক্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫; স্থান রমনা, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক জানান, কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। সকল মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত ৮৩৪৬ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর মধ্যে ৪৮৩৫ জনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে অবশিষ্ট ৩৫৫১ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ ; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	সভাকে জানানো হয়, বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার এবং অন্যান্য ইউনিটসমূহকে একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে জনবল সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের সমন্বিত প্রস্তাব ৩০.০৩.২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জনবল সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ শীর্ষক সংশোধিত প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৪.০৪.২০২৩ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ ; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কারাবন্দিদের সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে কারা আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Prisons and Corrcetional Services Act, ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সভায় কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা করে একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরী ও এর জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করা হয়।	১)কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে একটি ধারণা পত্র (কনসেপ্ট পেপার) আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৪	**বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কারাগারে আটক ২৬,৪৩৭ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৫	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ ;স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কারাগাড়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য ১টি একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০.১২.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৬	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, সর্বশেষ ২৩-০২-২০২৩ তারিখে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	১)কারা অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা সংশোধন করার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)কারা অধিদপ্তর হতে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপর একটি প্রক্রিয়ায়ধীন রয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ : ২০.০১.২০১৯-স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেন : ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১.১০.২০২১ তারিখে এ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য অত্র জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পাশ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর পাশ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়। উক্ত বিষয়টি অনিশ্চিত রয়েছে। ইতোমধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ আগারগাঁও বিভাগীয় অফিসের ডেলিভারী সেন্টার ঐ স্থানে স্থানান্তরের নির্দেশনা প্রদান করেছে। খ) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ২০টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। গ) ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯.০৯.২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-টিপি এর সম্ভাব্য ডিজাইন অনুমোদনের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • **গণপ্রজাতন্ত্রী** বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮.১০.২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২১.১১.২০২২ তারিখ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং ৩০ জানুয়ারি উক্ত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকেসংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মাধ্যমে SITA ই-ভিসার উপর ০৮.০২.২০২৩ তারিখে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেছে এবং e-visa বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদেরকে তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির ১ম ও ২য় সভার কার্যবিবরণী ২৯.০৩.২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১)বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; (৩) ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-২	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ শতক জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে ১২০দিন সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র দেওয়া হয়েছে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমুহ যথাযময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান। অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.১১৭ — তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩০
০২ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব